দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JUL 1995
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৫

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার বহু পদ শূন্য

কয়েকটি থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা এবং একটি থানায় ৪২ জন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

মাগুরা ॥ জেলার কোন থানাতেই বর্তমানে শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। জেলার চারটি থানার মধ্যে মোহাম্মদপুর ও মাগুরা সদর থানা দুইটির শিক্ষা কর্মকর্তা বদলীসূত্রে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় দীর্ঘকাল শূন্য রহিয়াছে। অপর দুইটি থানা শালিখা ও শ্রীপুরের থানা শিক্ষক কর্মকর্তাদ্বয় সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন।

মোহাম্মদপুর থানার একটি সহকারী থানা অফিসারের পদও শূন্য রহিয়াছে। শূন্য পদে ভারপ্রাপ্তরা কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। মাগুরা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সরকারী বালক বিদ্যালয়ের প্রধান দ্বয়ের কাজও সহকারীরা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক

(৩য় পৃঃ পর)

ভারপ্রাপ্ত হিসাবে দীর্ঘকাল চালাইয়া যাইতেছেন।

জেলার চারটি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ২২টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘকাল হইতে শূন্য রহিয়াছে। জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী মনিটারিং অফিসারের পদ এবং ড্রাইভারের পদটি মঞ্জুরী থাকিলেও অদ্যাবধি নিয়োগ হয় নাই। জেলা শিক্ষা অফিসার জানান, বহু লেখালেখি করিয়া কোন সুফল হয় নাই।

রাজবাড়ী ॥ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে বর্তমানে ৪টি থানার ৩টিতেই সহকারী কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত হিসাবে থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাজ চালাইতেছেন। থানা তিনটি হইতেছে পাংশা, গোয়ালন্দ ও বালিয়াকান্দি। বালিয়াকান্দি ও গোয়ালন্দ থানা ২টিতে ভারপ্রাপ্ত দিয়া কর্মকাণ্ড চালাইলেও পাংশায় সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব না দিয়া রাজবাড়ী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা পাংশার দায়িত্ব পালন করিতেছেন।

নবাবগঞ্জ ॥ নবাবগঞ্জ থানায় ৪২টি শিক্ষক পদ শূন্য অবস্থায় আছে দীর্ঘদিন যাবৎ। ইহার মধ্যে ১৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ।

এদিকে নবাবগঞ্জ থানায় বেশ কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ ভবনে ক্লাস করা মুশকিল। শ্রেণীকক্ষে বৃষ্টি হইলে পানি পড়ে। দরজা জানালা ভাঙ্গা। এলাকার অনেক বিদ্যালয়ে নলকূপ নাই। থাকিলেও পানি উঠে না। খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে ১২টি নলকূপ বিকল।